কাব্যগ্রন্থ

আ চৈ আ চৈ চৈ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

আ চৈ, আ চৈ চৈ, চৈ চৈ চৈ 3
আজব নগর 4
কায়দাটা শিখে নেবে? 5
খাদ্যাখাদ্য 6
খেলাচ্ছলে খেলা তো নয় 8
খেলার নাম 9
খোকার ভাবনা 10
ঘুমের ছড়া 11
চুনী-পান্না 12
ছড়রা 13
ডাকঘরের অমল 15
তিনটে কোকিল 16
দেওয়া-নেওয়া 17
দোকানদারের নাতনী 18
নদীর ধারে একা 20

পায়ের তলায় সর্ষে.. 22
পেন্নাম... 24
প্রশ্ন ও উত্তর 25
বাবা আর মা... 27
বৃষ্টির রূপকথা 28
বৈশাখের পয়লা দিনে 29
মনে পড়ে সেইদিন... 31
মুন্নির বেড়াল 33
রাজ-যোটক.. 35
রাজা আর সেপাই.. 36
লুপুসুংশান 38
শিবঠাকুরের আপন দেশে 40
সাত-পাঁচ ভাবনা 42
সিমলা যাত্রা 44
হ্যালির কমেট 45

আ চৈ, আ চৈ চৈ, চৈ চৈ চৈ

আ চৈ, আ চৈ চৈ, চৈ চৈ চৈ
হিঙ্গুল পুকুরের হাঁসগুলো কৈ?
দুধ সাদা দই সাদা চিনি আর খৈ
হিঙ্গুল পুকুরের হাঁসগুলো কৈ?
পুকুরের ধারে এক বাড়ি ছিল সই
তিনখানা গোরু আর সাতখানা মই
আ চৈ, আ চৈ চৈ, চৈ চৈ চৈ
পুকুরের ধারে সেই বাড়িখানা কৈ?
বাড়ি ভরা ছেলে মেয়ে হৈ হৈ হৈ
গাছগুলো ছুঁয়ে আছে নৌকোর ছই
আ চৈ আ চৈ চৈ, চৈ চৈ চৈ
চারদিক শুনশান জলে ভাসে বই
আ চৈ, আ চৈ চৈ, চৈ চৈ চৈ
বান এল সব গেল থৈ থৈ থৈ!

আজব নগর

হলদিয়া কি সন্দেশ, না
নতুন কোনো মিষ্টি?
হলদিয়া কি হলুদ শাড়ি
কিংবা কোনো রান্না!
সে-সব কিছু নয় নয় রে বাপু
এ যে আর-এক সৃষ্টি
জাহাজ ঘেরা আজব নগর
অঙ্গে চুনী-পান্না।

কায়দাটা শিখে নেবে?

এক লাফে বোম্বাই পাঁচ লাফে লন্ডন
টাকাকড়ি নেই কিছু পকেটটা ঢনঢন।
বিমানে ও জাহাজেতে যায় এত কাহারা?
আমি ভাই চলে যাই তিন লাফে সাহারা।
নাম্বিয়া জাম্বিয়া নাইরোবি কঙ্গো
দেড় লাফ লাগে মোটে ছেড়ে যেতে বঙ্গ।
যেদিকেই যেতে চাই নাই কোনো শঙ্কা
যদি চায় পাসপোর্ট, দিই লবডঙ্কা।
জাপান বা আমেরিকা, চীনদেশ, রাশিয়া
যবে খুশি যাওয়া যায় অনায়াসে হাসিয়া।
এ এমন কিছু নয়, কত গেছি হিমালয়
ঘুরে-ফিরে চলে আসি স্বর্গ বা যমালয়।
কোনো দিকে বাধা নেই, পাহাড় বা জঙ্গল
চাঁদ-ফাঁদ ঘোরা আছে, এমনকী মঙ্গল।
আরও বার বার যাব, দিইনিকো ক্ষান্ত
ভেবো নাকো, মনে-মনে, যাই জলজ্যান্ত।
কায়দাটা শিখে নেবে? করো দেখি অনুমান
তোমাকেও হতে হবে মাঝে-মাঝে হনুমান!

খাদ্যাখাদ্য

তোমার আমার খিদে পেলে
খাই পেয়ারা কলা,
ওস্তাদজি সেই সময়ে
সাধতে বসেন গলা!
শান্তিপুরের জামাইবাবু
মানুষ অতি শান্ত,
খাবার দেখলেই বলেন, ওরে,
আয়নাখানা আন তো!

আছেন মস্ত সওদাগর
হিম্মতসিং খান্না,
হিরে-মুক্তো গুঁড়ো ছাড়া
আর কিছুই খান না!
পাশের ফ্ল্যাটের ছোট্ট মেয়ে
বায়নার নেই অন্ত,
টুথপেস্ট সে খাবেই খাবে,
পায়েসে মাজে দন্ত!

মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজান
রামমনোহর পাত্র
চায়ের মধ্যে চিনি দিলেই
জ্বলে তাঁহার গাত্র!
গজেনবাবু ম্যাজিক দেখান

জ্যান্ত আগুন খাওয়া,
পদ্য যাঁরা লেখেন, তাঁদের
খাদ্য দখিন হাওয়া!

এর চেয়ে ভাই তুমি আমি
আছি দেদার মজায়,
মনের সুখে খিদে মেটাই
মণ্ডা-মিঠাই-গজায়!

খেলাচ্ছলে খেলা তো নয়

খেলাচ্ছলে খেলা তো নয়
মরণ বাঁচন যুদ্ধ
বাঙাল-ঘটি দাঁত কপাটি
ধূম্রলোচন ক্রুদ্ধ!

ভালোয় ভালোয় জাদুমণি
গোল পাঠাও বলকে
হাত ঘুরঘুর নাড়ু দেব
আস্ত গোটা দলকে!

যত ইচ্ছে হাত পা ভাঙো
নিজের নয় অন্যের
বোকা হলেই জোকার শুনবে
হাজার পঁচিশ সৈন্যের।

বকে যদি চ্যাপ্টা করো
গোলকে করো লম্বা
তখন তোমার কি যে হবে
জানেন জগদম্বা।

বাঙাল-ঘটি দাঁত কপাটি
ধূম্রলোচন ক্রুদ্ধ
খেলাচ্ছলে খেলা তো নয়
মরণ বাঁচন যুদ্ধ!

খেলার নাম

খেলার নাম ধুন্ধুমার
নিয়ম এই রকম
বাইশ জোয়ানে বল ছোটাবে
যতক্ষণ না দম
ফুরোয় এবং দর্শক হয়
দশটি হাজার যম।
দম ফুরোলেই অন্য খেলা
সোডার বোতল ইটের ঢেলা
গোলের কাছে গন্ডগোল
হর হর বম্ বম্।
খেলা ফুরুলে বাড়ি ফিরবে
দু'-তিন জন কম।

খোকার ভাবনা

নদী যদি হতে চায় দুরের আকাশ
তবে কি বৃষ্টি হবে গোটা বারো মাস?
খোকা বলে, বলো না মা, এ কি হয় না কি?
মা বলেন, থাম্ বাপু, ঢের কাজ বাকি।
যা এখন খেলা কর, আঁচলটা ছাড়
রোদ্দুরে দিতে হবে আমের আচার।

খোকা ভেবে ভেবে মরে পায় না তো মানে
কত যে অভাব আছে কেউ তা কি জানে?
মাথার পেছনে যদি হয় দুটো চোখ
চাপা পড়ে মরতে কি রোজ এত লোক?
মনে মনে খেলে যদি যেত পেট ভরে
তাহলে কি অনাহারে এত লোক মরে?
এ রকম আরো কত আছে যে অভাব
কখনো কি মিটবে তা, কে দেবে জবাব?
ভগবানই জানে না তো তুমি আমি ছার
তার চেয়ে খাওয়া যাক আমের আচার।

ঘুমের ছড়া

ডিংডা ডিডাং ডিং ডাং
পুপলু যাবে কার্শিয়াং
কু ঝিক ঝিক ছোট্ট গাড়ি
সাহেব মেমের মামার বাড়ি

ডিংডা ডিডাং ডিং ডিং
পুপলু যাবে দার্জিলিং
শীতে হু হু গা হিম হিম
পাহাড় চুড়োয় আইসক্রিম

ডিংডা ডিডাং ডিং ডং
পুপলু যাবে কালিম্পং
টাট্টু ঘোড়া চালাও জোরে
পক্ষীরাজ হাওয়ায় ওড়ে

ডিংডা ডিডাং ডিং ডুং
পুপলু এবার যাবে ঘুম
ঘুম পাহাড়ে যাবে ঘুম
ঘুম পাহাড়ে যাবে ঘুম...

চুনী-পান্না

অনেক শুনেছি তোমাদের নাকি কান্না
থামাও, আর না!
দেখো রোদ্দুরে ঘাসের ডগায় ঝলমলে
চুনী-পান্না!

বেগুন ভাজার মতো মুখখানা ঘুচিমুচি
ভুরু কোঁচকা
সিন্ধুবাদের মতন মাথায় সাড়ে
সাতমন বোঁচকা?
কেন গো তোমার ঠোঁটে বাকা হাসি, চোখে
আগুনের ফুলকি
যাকে পাও তার গায়ে এঁকে দাও নানা
নিন্দের উল্কি?

অনেক শুনেছি তোমাদের নাকি কান্না
থামাও, আর না দেখো
রোদ্দুরে পুকুরের জলে ঝলমলে চুনী-পান্না!

ছড়রা

(১)
তুতুর তুয়া তুতুর তুয়া পিড়কা পিটাং
নাচ থো মাঝি নাচরে মেঝেন্ ধিড়কা ধিতাং ধিতাং
মারু মহুল দারু মুর্গাশুখা
শহর থেকে বাবু আলেন ঘুর ঘুর না নাচ দেখা- আ!
পয়সা দিবে কাম দিবে বাবুর বাড়ি নাস্তা হবে
ঘুর ঘুর না ধিড়কা ধিতাং নাচরে মেঝেন্ ধিড়কা ধিতাং!

(২)
মেঘপাহাড় আলুঝালু জষ্টি মাসে বিষ্টি
ছিল আকাশ গোমড়ামুখো ভাসলো এবার ছিষ্টি
টুপটুপটুপ টিনের চালে টোঁয়া টোঁয়া কান্না
পিসশাশুড়ি হেঁকে বলেন, দে খ্যামা দে, আর না!
ধর ধর ব্যাং উল্টে শোয়া, এসো রোদ্দুর দাদা
বিদেশ থেকে বর আসবে,—হাঁটু সমান কাদা!

(৩)
নৌকার মাঝি চারজনা হাল দাঁড় মোট তিনখানি
ছয় চোখ করে জল ঘোলা দুই চোখ মুদে রয় ধ্যানী!
সাদা পাল চায় পশ্চিমে যায়, না-এর গলুই দক্ষিণে
দুইজনা হাসে দুইজনা কঁদে বায়ু চলে যায় পথ চিনে!
বিজলি হাসলো আকাশ দুখা জল উঠে পড়ে গম্বুজে
কবি কয়, ওরে মুখ মাল্লা, ঘুমায়ে পড় গা চোখ বুজে।

(৪)
ছিল নিঝুম পুষ্করিণী জলে নামলো কে?
এল যে আজ অভিমানিনী ওলো জোকার দে!
চাপার বন্ন ঠোঁট দু'খানি ভোমরা পানা অক্ষি
অভিমানিনী ঘাটে রইলে দেখবে না কাক পক্ষী
বুক জ্বলে যায় আড় পানে চায়, যা না ঠাকুরঝি
অভিমানিনী একা নাইবে দেখবে এক সূয্যি।
ওমা ওমা সূয্যিও যে মুখ লুকিয়ে সাদা
চোখের মাথা খেয়ে রইলো মৌরলা আর চাঁদা!

ডাকঘরের অমল

তোমরা কি দেখেছ সেই অমলকে?
ওগো দইওলা, তুমি তো পাড়ায় পাড়ায়
দই নিয়ে ঘোরো
কত মানুষের বাড়ি বাড়ি যাও
দেখোনি?
যখন দূরের পাহাড়ে বৃষ্টি নামে
ঝর্নার পারে খেলা করে প্রজাপতি
অমলকে মনে পড়ে
ওগো পাখিওলা, তুমি দেশে দেশে যাও
অচেনা দেশের অচেনা পাখিরা
জানে অমলের কথা।

যেখানেই যাও
একবার খুঁজে এসো!
যদি অমলের দেখা পাও তবে
তোমরা সবাই বোলো
সুধা তাকে আজো ভোলেনি।

তিনটে কোকিল

তিনটে কোকিল সন্ধেবেলা ডাকে
বসন্তে নয়, প্রচণ্ড বৈশাখে
শিরীষ গাছে, কৃষ্ণচূড়ায়, তেঁতুল পাতার ফাঁকে
এ এখানে, সে সেখানে, কে যে কাকে ডাকে!

সারাটা দিন আগুন গলা, আকাশ যেন পাথর
কাঠবিড়ালি, পিঁপড়েরাও কাতর
হাওয়ায় দোলে চোখ- ঝলসা ধপধপে এক চাদর
নদীর মধ্যে নদীও নেই, পাথর!

এই গ্রীষ্মে সমস্ত গান মানা
পুড়ে যাচ্ছে চাতক পাখির ডানা
এর মধ্যেই হঠাৎ এমন দুরন্ত এক বসন্তের হানা
তিনটে কোকিল মানল নাকো মানা!

দেওয়া-নেওয়া

আমার আছে একটা সোনার হরিণ
একটা কিংবা দুটো
কারুর কি চাই? তা হলে এই নিন
খুলুন হাতের মুঠো!

আমার আছে ডজনখানেক পাখি
ঠোঁটে রুপোর পাত
চাই সেগুলোও? ইচ্ছে আছে নাকি
কোথায় ডান হাত?

আমার আছে প্রকাণ্ড এক বাগান
ফুল না হীরের কুচি
সেটাও কি চান? ভালো লাগলো ঘ্রাণ?
আছে তো বেশ রুচি!

দিলাম সবই, মিথ্যে মোটেই না ভাই
চেয়ে দেখুন সোজা
তবে ফেরত চাইলে যদি না পাই
দেখিয়ে দেব মজা!

দোকানদারের নাতনী

এক যে ছিল দোকানদার
তার ছিল এক নাতনী,
সকাল বিকাল মাংস ব্যাচে
নেই তাতে তার খাটনি।

নাতনীটি তার খেলে বেড়ায়
দুরের পাড়ায় পাড়ায়,
সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরতে
রোজই রাস্তা হারায়।

(আসলে সে) সন্ধে হলেই বিকট সাজে
আগুন ভাটা চোখে
এমন জোরে চ্যাঁচায়, ভয়ে
পালিয়ে যায় লোকে।

একটা যদি ভ্যাবলা ছেলে
আছাড় খেয়ে পড়ে
অমনি তাকে এই মেয়েটি
কপাৎ করে ধরে।

আদর করে বলে, “আহা
মুখটি চাঁদপানা,
দুষ্টু ছেলে, এবার তুমি
হওতো ছাগল ছানা।”

এমনি করে দোকানদারের
আদুরে সেই নাতনী
রোজই একটা ছাগল আনে
সাঁঝে সেজে পেতনী।

নদীর ধারে একা

একলা একলা বসেছিলুম চূর্ণী নদীর ধারে
একটা দুটো জোনাকি-ফুল ফুটছে অন্ধকারে
আর তো কিছুই দেখা যায় না, আকাশে নেই তারা,
খেয়ার ঘাটও বন্ধ এখন, নিঝুম জেলেপাড়া।
গাছের ডালে ফুরফুরিয়ে দোল খাচ্ছে হাওয়া,
কেমন করে ওপারে যাই, হল না বুঝি যাওয়া
ছলাতছল ঢেউয়ের শব্দ, নদী ভাঙছে কূল
ভরা বর্ষায় চূর্ণী যেন খুশিতে মশগুল।

একলা বসে কী যে করি, সামনে সারারাত,
পেট জ্বলছে খিদেয়, আজ কপালে নেই ভাত
একটা যদি বাঁশি থাকত লাগিয়ে দিতুম সুর,
কদমগাছের তলায় না হয় হতুম কেষ্টঠাকুর।
রূপকথার গল্পগুলো হঠাৎ সত্যি হলে
মনপবনের নৌকোখানি ভেসে উঠত জলে।
কিংবা তেমন মন্ত্র যদি জানা থাকত আমার
শূন্য পথে পেরিয়ে যেতাম নদী ও খেত-খামার!

মেঘ ডাকল দারুণ, দেখি বিদ্যুতের ছটায়
একটা কাগজ পড়ল আমার পায়ের কাছটায়,
কাগজ তো না, চিঠি একটা, আকাশ থেকে এল?
নিশুত রাতে আমায় এমন চিঠি কে লিখল?
সত্যি- সত্যি চিঠিই সেটা বাংলা অক্ষরে,

আবার বিজলি চমক দিতেই নিলুম সেটা পড়ে।
খিদে-তেষ্টা রইল না আর জুড়োল প্রাণমন,
সেই চিঠিটার মানে বুঝতেই কাটবে সারাজীবন!

পায়ের তলায় সর্ষে

আমার বাবার ঠাকুরদাদা এক শুক্কুরবারে
হঠাৎ যেন বদলে গেলেন বসে নদীর ধারে।
আমার বাবার ঠাকুরদাদা দারুণ স্বাস্থ্যবান
একটি ধামা মুড়ির সঙ্গে দশটা লঙ্কা খান।
গায়ের রংটি কালো হলেও রাগলে পরেই লাল
তন্ত্র মন্ত্র জানেন অনেক, নাচান কঙ্কাল!
সেই তিনি এক দুপুরবেলা ঝামরে মাথার চুল
বললেন, ওঃ, জীবনখানাই মস্ত বড় ভুল!
একই বাড়ি, একই উঠোন, মানুষজনও চেনা
প্রত্যেকদিন সব-কিছু এক, আর তো ভাল্লাগে না!
শুয়ে শুয়ে দেয়াল দেখা, দেয়াল নয়তো খাঁচা
খাইদাই আর বগল বাজাই, এর নাম কি বাঁচা?
এই না বলে নৌকো খুলে জোয়ার-জলে ভেসে
আমার বাবার ঠাকুরদাদা গেলেন নিরুদ্দেশে।

কোথায় গেলেন, কোথায় গেলেন, কেউ জানে না আর,
সবাই বলে গেছেন তিনি তিন সাগরের পার!
নতুন কোনো দ্বীপের মধ্যে বানিয়ে নিলেন দেশ
তিনিই রাজা, তিনিই প্রজা, একলা আছেন বেশ।
কেউ বা বলে গেছেন তিনি কিউবা, হনুলুলু
এখন নতুন নাম হয়েছে কার্ভালো কোভুলু!
এক পাদ্রি ছবি দেখেই বললেন, কে ইনি?
সুবিখ্যাত ভূপর্যটক বিলক্ষণ চিনি!

রাশিয়াতেই দেখেছি শেষ, মাথায় পাগড়ি বাঁধা
লেনিন-সাহেব আদর করে ডাকেন 'ঠাকুরদাদা' !
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন পৃথিবী খান খান
তিনিই হিটলারের গোঁফে মেরেছিলেন টান!
বৃদ্ধ তিনি হননি মোটেই মন্ত্র-তন্ত্র বলে
অমর হয়ে আজও ঘোরেন সারা ভূমণ্ডলে।
এমনটিও হতেই পারে হঠাৎ মনের সাধে
তিনিই প্রথম পা দিয়েছেন মঙ্গলে আর চাঁদে!

স্বপ্নে আমি দেখেছি সেই আজব মানুষটিকে
কেমন যেন অবাক চোখে তাকান আমার দিকে
ফিসফিসিয়ে বলেন, ওরে ঘরবন্দী খোকা
আরাম করে ব্যারাম করিস, এমন তোরা বোকা?
সারা জীবন কাটিয়ে যাবি নরম বিছানায়?
এই দুনিয়া দেখবি যদি আমার সঙ্গে আয়!
লাফিয়ে উঠি, কেউ নেই তো, শুধুই অন্ধকার,
বাতাসে তবু ফিসফিসানি শুনি বারংবার।
সেদিন থেকে বনে-পাহাড়ে নানান নদীর বাঁকে
পায়ের তলায় সর্ষে আমার, খুঁজে বেড়াই তাঁকে।

পেন্নাম

দুধের বরণ হাতির শুঁড়ে পারিজাতের মালা
আহা এমন রূপের ডালি কে যায় দুপুরবেলা।
ঘুম ঘুম ঘুম শালিক বলে, সবাই তোরা ঘুমো
এমন নরম রোদের ফেঁটা কপালে দেয় চুমো৷
শির শির শির বাতাস হাসে, চোখ ভর্তি জলে,
টুকরো ছেঁড়া মেঘের তুলো ফিসফিসিয়ে বলে
বাবা আছেন যেমন তেমন–মায়ের বুক ফাটে
চল আমরা পালাই দূর সমুদ্দুর পাটে
ফুরফুরিয়ে ভাসল মেঘ বাতাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে
কাপড় কাচা জলের মতো আকাশ থাকে শুয়ে।

দুধের বরণ হাতির শুঁড়ে পারিজাতের মালা
আহা এমন রূপের ডালি কে যায় দুপুরবেলা!
নদীর জল খুশির তোড়ে বাজায় রিনিঝিনি
ঘাসের ফুল, শিশির ফোটা বললে যেন চিনি।
একটি সাদা কাশের গোছা বললে, পেন্নাম!
চিনি তোমায় হে মহারাজ, শরৎ তোমার নাম!

প্রশ্ন ও উত্তর

চাকরি পাবে মোহনকুমার সবকিছু ঠিকঠাক
প্রথম দিনেই আছাড় খেয়ে নাক ফুলে জয়ঢাক!
দু দিন বাদে অফিস গেলে কী হল তার দশা?
নাক-সরু এক স্বপনকুমার তার চেয়ারে বসা!
কেন এমন হল, আহা, কেন এমন হল
কোন দোষে হায় মোহনবাবুর চাকরিখানা গেল?

রকেট চালিয়ে বাঙালির ছেলে পাড়ি দেবে নাকি চাঁদে?
বিজয়কুমার পুরোপুরি রেডি, তবু কি ফ্যাসাদ বাধে?
জুতোয় একটা পেরেক উঠেছে, সে খেয়াল নেই তার
বেলুনের মতো ফোস্কা পড়ল পায়ে জুতো রাখা ভার
খালি পায়ে কেউ চাঁদে যায় নাকি, রকেট নিল না তাকে
বিজয়কুমার ফ্যালফ্যাল করে আকাশে তাকিয়ে থাকে!
কেন এমনটি হল যে আহা রে, কেন এমনটি হল?
বাঙালির কত নাম হত, তবু সুযোগ ফস্কে গেল!

লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল পুঁটিরাম
এইটুকু কাগজের পাঁচ লাখ টাকা দাম!
আহ্লাদে আটখানা হয়ে নাচে ধেই ধেই
টিকিটটা হাতে নিয়ে রাস্তায় নামে যেই
কোথা থেকে ঝড় এল, পুঁটিরাম নিঃস্ব
টিকিটটা পাখি হয়ে হল অদৃশ্য।
হায় হায় একী হল, এমনটি কেন হল?

পুঁটিরাম ভ্যাবারাম, সব টাকা জলে গেল!

উত্তর: সাড়ে এগারো বছর বয়েসে পর পর দু দিন তিনতলার
জানলা থেকে রাস্তায় আমের খোসা ছুঁড়ে ফেলেছিল কে?
মোহনকুমার, আবার কে?
দশ বছর তিন মাস বয়েসে একটা বেড়ালছানার গায়ে আলপিন
ফুটিয়ে দিয়েছিল কে? বিজয়কুমার, আবার কে?
তেরো বছর পাঁচ মাস বয়েসে এক বন্ধুর একটা ডিটেকটিভ গল্পের
বইয়ের শেষ পৃষ্ঠা চুপিচুপি ছিঁড়ে দিয়েছিল কে? পুঁটিরাম, আবার কে?
এতদিন পর সেই রাস্তা, বেড়ালছানা ও বই প্রতিশোধ নিল।

বাবা আর মা

বাবাও নাকি ছোট্ট ছিলেন
মা ছিলেন একরত্তি
ঠাম্মি দিদু বলেন, এসব
মিথ্যে নয় সত্যি।
বাবা ছিলেন আমার সমান
টুয়ার সমান মা
বাবা চড়তেন কাঠের ঘোড়ায়
মা দিতেন হামা!

বাবা ছিলেন দস্যি ছেলে
মা খুব ছিঁচকাঁদুনে
বাবা খেতেন কানমলা খুব
বিশ্বাস হয় শুনে?
আমি ছোট, বুবুন ছোট
টুয়া, জিয়া আর ভাই
মায়েরা সব মায়ের মতন।
বাবারা সব বাবা-ই।

বৃষ্টির রূপকথা

মেঘের মুলুকে আজ কি যে কোলাহল
কে যেন ঝরায় তার দু’ চোখের জল
বাড়ির কর্তা কাকে রেগে গরজায়
ভীষণ চাবুক দেখে চোখ ঝলসায়।
ফাজিল ভাইপো তার উত্তুরে হাওয়া
হি-হি-হু-হু হেসে শুধু করে আসা যাওয়া।

আকাশের বাড়ি ঘর ভেঙে চুরমার
সেই ভাঙা জমে হল বিরাট পাহাড়
টিমটিম জ্বলছিল চাঁদ-লণ্ঠন
হঠাৎ ঢাকলো তাকে মেঘ-পল্টন
আঁধারেতে ঢেকে গেল সব কোলাহল
শুধু শুনি ঝরে কার দু’ চোখের জল।

বৈশাখের পয়লা দিনে

একটা নদী হারিয়ে গেল
কাশের বনে মিলিয়ে গেল
দুলতে-দুলতে কোন খেয়ালে
ঝুপুস করে পালিয়ে গেল কেউ জানে না

আকাশ থেকে রামধনুটি
হঠাৎ তাকে দিল ভ্রূকুটি
বলল, ওরে আহ্লাদীটি
ছুটির খেলা ফুরোল, তোর মন মানে না?

সবাই এখন ব্যস্ত কত
ফুল ফোটাবে কয়েক শত
মৌমাছিরা ইচ্ছেমতো
সকাল কিংবা বিকেলবেলা শোনাবে গান

চৈত্রমাসে বসন্তকাল
চতুর্দিকে জলের আকাল
শুকনো ঠোঁট দু’ চক্ষু লাল
এমন দিনে গান শুনে কার জুড়োবে প্রাণ?

এমন সময় থাকত যদি
জল-ছলছল পার অবদি
দুষ্টু মেয়ের মতন নদী
হায়রে হায় সে হারিয়ে গেল কোথায়

সারাটা মাস দমসমিয়ে
ডাকল মেঘ গমগমিয়ে
নামল বৃষ্টি ঝমঝমিয়ে
আয়রে আয় ও নদী ফের ধরায় আয়!

মনে পড়ে সেইদিন

মনে পড়ে সেইদিন শ্রী নামে সিনেমায়
পথের পাঁচালী ছবি দেখা
সঙ্গে ছিল না কেউ, বৃষ্টি বাদলা ছিল
গোটা হল ঘরে যেন একা।
ভেতরেও বৃষ্টিতে ভিজছে দুর্গা-অপু
মাঠে ঘাটে কাটে সারাবেলা
পুকুরের জল কাঁপে, বাতাসে সেতার বাজে
আকাশ ও পৃথিবীর খেলা।

একটু পরেই আর সিনেমা দেখি না আমি
নিজেই তো হয়ে গেছি অপু
কাশবনে লুটোপুটি, আরও দূরে যেতে যেতে
বাজাচ্ছি আম আঁটির ভেঁপু।
ইন্দিরা ঠাকরুণ আমারই তো বুড়িপিসি
মায়ের বকুনি খেয়ে হাসি
দিদির পেছনে আমি ছায়া হয়ে ঘুরিফিরি
পাঠশালা ফেলে ছুটে আসি।
বাবা বহুদিন নেই, আমাদের কিছু নেই
মায়ের আঁচলখানা ভিজে
ঠিক এরকম ছিল আমাদের ছেলেবেলা
বুঝেছি খিদের জ্বালা নিজে।

হঠাৎ আকাশ ভেঙে বাদলধারার মতো

আমার দু'চোখে নামে জল
এমনই কান্নায় ভেজা, কাঁপে বুক থরথর
চারদিকে আঁধার অতল।
হল ছেড়ে ছুটে যাই বাইরে একলা কাঁদি
আজও মনে পড়ে সেইদিন
তারপর বহুবার বলেছি সে স্রষ্টাকে
আমার চোখের জল নিন।

মুন্নির বেড়াল

সত্যি কথা বলছি তোকে মুন্নি
তোর বেড়ালটা আসলে শাঁকচুন্নি
দিনের বেলায় এদিক ওদিক যায় না
ভাজা মাছটি উল্টে খেতে চায় না
সবাই বলে আহা কেমন লক্ষ্মী
কোথায় থাকে জানেও না কাকপক্ষী
দুপুরবেলা গড়ায় আমার বালিশে
মুচকি হাসে আমার শত নালিশে
বিকেলবেলা রোদ্দুরে গা শুকোয়
ইঁদুর দেখলে ঘরের কোণে লুকোয়।

সত্যি কথা বলছি তোকে মুন্নি
তোর বেড়ালটা আসলে শাঁকচুন্নি
সন্ধে হলেই চেহারাখানি অন্য
রোঁয়া-ফোলানো যেন বিষম বন্য
গোমড়া মুখ, চক্ষু দুটি অগ্নি
বাঘের মাসি, বা সিংহের ভগ্নি
দেখেছি আমি প্রতিটি মাঝরাত্রে
কোথায় যায় অন্ধকার সাঁতরে

ফিরলো যখন ঠোঁটের কোণে রক্ত
মানুষ-খেকো নয় যে, বলা শক্ত!
তাই তো বলি সবই উল্টোপাল্টা

যা ভাবিস তা নয় ভিজে-বেড়ালটা।

রাজ-যোটক

একটি মানুষ কালো কুচকুচ চটপটে কাজকম্মে
আর একজন সাদা ফুটফুট দন্ত মাজে না জন্মে।
কালোটির নাম কেষ্টকমল মাথায় মস্ত বাবরি
অন্যজনটি ধূলোচন টাকের ওপর পাগড়ি।
কেষ্টকমল বেহালা বাজায় মাঘের শীতের রাত্রে
ধূম্রলোচন তুর্কি-নাচুনে, চুলকুনি সারা গাত্রে।
একজন যদি শনিবার খায় খই বাতাসা ও সিন্নি
অন্যটি তবে সেইদিনই খাবে কোপ্তা কাবাব ফিরনি।
রে-রে রোদ্দুরে একজন যায় জলায় শাপলা তুলতে
বাকিজন সেই ফাঁকে শিখে নেয় তালা ভেঙে ঘর খুলতে।
একটি মাত্র ভাই আছে, তাকে অতি ভালোবাসে কেষ্ট
সেই ভাই তাকে চাটি মেরে বলে, মাথাটি নরম বেশ তো।
আরও সবদিকে মিল খুব যেন আদা আর কাঁচকলাতে
কেষ্ট ধূম্র যমজ দুভাই বড় ভাব গলা-গলাতে।

রাজা আর সেপাই

সেপাই এসে যেই দাঁড়াল,
রাজা বললেন, সেলাম!
সেপাই বলল, হঠাৎ যেন
বিড়ির গন্ধ পেলাম?

রাজা বললেন, রামো, রামো
বিড়ি তো নয়, মুলো!
সেপাই বলল, গোঁফের ডগায়
জমছে কেন ধুলো?

রাজা বললেন, কমলা-আপেল
আনব কয়েক ঝুড়ি?
সেপাই বলল, কোথায় আমার
পেঁয়াজ-লঙ্কা-মুড়ি?

রাজা বললেন, বসুন আগে,
এই যে সিংহাসন,
সেপাই বলল, নোংরা ওটা
মাছিতে ভনভন!

রাজা বললেন, মাছি কোথায়,
ওগুলো সব পাখি,
সেপাই বলল, কাজে-কম্মে
দিচ্ছ খুবই ফাঁকি!

রাজা বললেন, নাচার হুজুর
দেখাচ্ছি পা তুলে,
কত বড় ফোস্কা, আমার
জুতো দিন-না খুলে!

লুপুসুংশান

একদিন কেউ তোমাকে বলল, লুপুসুংশান!
তুমি কি ভাববে, এ কী উদ্ভট, লুপুসুংশান?
এর মানেটা কী? নাকি কিছু নেই, এমনিই যা-তা
ছেলেটাকে দেখে মনে হয় বুঝি ছিটভরা মাথা?
তা তো নয় ঠিক, আয়নার মতো ওর মুখখানি
দু’ চোখে হাসিতে যেন সে বলছে, পারবে না জানি!
কেন পারবে না? ভাবো ভাবো ভাবো, কুঁচকিয়ে ভুরু
ভাবনা-যুদ্ধে হেরে যাবে তুমি, বুক দুরুদুরু?

লুপুসুংশান কীরকম কথা, রুশ না ফরাসি?
এই পৃথিবীতে রয়েছে তো ভাষা কত রাশিরাশি
সংস্কৃত না সাঁওতালি, নাকি হিন্দি, মারাঠি?
শব্দটা কিছু গোঁজামিল, নাকি একদম খাঁটি?
কিংবা এমনও হতেও তো পারে, বাংলা বা চিনে?
গোটা-পঞ্চাশ অভিধান তবে আনবে কি কিনে?
দেখেশুনে যদি নানান ভাষার হরেক হরফ
মাথা বনবন, চাপাবে কি তবে ঠাণ্ডা বরফ?
লুপুসুংশান, লুপুসুংশান, শুনেছ কি আগে?
ভালো করে ভাবো, মনে কিছু সুর জাগে কিনা জাগে!

লুপুসুংশান পুলিশ কিংবা অতি পচামাছ?
গেলাস ভাঙার শব্দ? অথবা ন্যাড়া তালগাছ?
হারানো বোতাম, চিঠির বাক্স, পুতুলের বিয়ে?

মহা মুশকিলে পড়া গেল এই কথাটাকে নিয়ে
অ্যালজেব্রা না ঘড়ির অঙ্ক লুপুসুংশান?
ইতিহাসে কোনো শক-হুন দল, আর্য, কুষাণ?
এ কী এ কী এ কী, হাত-পা ঝাঁকিয়ে বলে, ধুত্তোর
হাল ছেড়ে দিলে? পারলে না আর দিতে উত্তর?

শোনো তবে বলি, এমন সহজ কথা বুঝলে না?
আর একটু মাথা চুলকে বুঝতে, এ যে খুব চেনা!
কেউ যদি এসে বলে হাসিমুখে লুপুসুংশান
তুমিও বলবে দু' হাত বাড়িয়ে দুরুক দিটাং
আর যদি কেউ লুপুসুংশান বলে রাগ করে
তুমিও ঠোঁটটা বেঁকিয়ে বলবে ডিংফরগরে!
লুপুসুংশান এই শব্দের দু'রকম মানে
দুটোই সরল, তবে কথা এই যে-যেমন জানে।
লুপুসুংশান, লুপুসুংশান, কোন্ মানে চাও?
দুরুক দিটাং, ডিংফরগরে, নাও বেছে নাও!

শিবঠাকুরের আপন দেশে

ঘুরতে ঘুরতে রাস্তার শেষে
এলেম কোথায় এ কেমন দেশে
ঘুটঘুটি রাত হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড়
কারা ঘোরে সব ডাকাত না চোর
হাতে হারিকেন মাথায় গামলা
তবে কি উকিল, তবে কি আমলা
বেড়ালের মুখে শেয়ালের ডাক
জোনাকির পেট ফুলে জয়ঢাক
ডিগবাজি খেয়ে সামনে কে যায়
কারা ঢুঁসো মেরে ছুটছে বেজায়
হেঁকে বলি, দাদা, কোথায় যাচ্ছো
জবাব পেলুম, একুশ হ্যাঁচ্চো!

দিনের বেলায় মন্তর ফুস
সব ঠিকঠাক জ্যান্ত মানুষ
ঘুমোচ্ছে কেউ ঠ্যাং দুটো তুলে
নামতা পড়ছে কেউ কান মুলে
ছেলে হেসে খুন মাস্টার কাঁদে
চিংড়ি পড়েছে বোয়ালের ফাঁদে
গোয়ালার গোরু চিড়িয়াখানায়
বাঘের দুধের মিষ্টি বানায়
শুনি ঢুস্ ঢাস্ ধড়াস ধ্যাদ্দো
কুস্তিওয়ালারা লিখছে পদ্য

পালাবো কোথায় রাস্তা পাইনে
ধরা পড়ে গেছি একুশ আইনে।

সাত-পাঁচ ভাবনা

একদিন ঘোর বর্ষার দিনে ছুটি-ছুটি ভাব দেখে
হলুদ রঙের কম্পিউটার ঘুম দিল নাক ডেকে।
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে অ্যালজেব্রার ধাঁধা
হঠাৎ কে যেন বোতাম খুঁচিয়ে বলল, ওঠো তো দাদা!
হলুদ রঙের কম্পিউটার চোখ মেলে পাশ ফিরে
ছোট ভাইটিকে দেখে ধমকাল, কেন ঘুম ভাঙালি রে?
ছোট ভাই মিনি-কম্পিউটার নীল মুখ কালো করে
বলল, দাদা হে, ডেকেছি তোমায় বিষম বিপদে পড়ে!
একটা বাচ্চা ফুটফুটে মেয়ে নাম তার মধুবন
সকাল থেকেই করছে আমায় নিদারুণ জ্বালাতন।
সাত আর পাঁচে কত হয় তাকে বলতেই হবে আজ
এমন অঙ্ক জীবনে শুনিনি, নেই কোনো আন্দাজ!
থিটা-বিটা-গামা লগারিথমের সব কিছু জানা আছে
কিন্তু এটা কী? সাত-পাঁচ ভেবে এসেছি তোমার কাছে।

তাই শুনে মহা গর্জন করে বলল হলুদ, সাত?
আকাশে না জলে, তরল- কঠিন, আগে বল কোন জাত,
আর পাঁচ তার মাথায় না পায়ে, ফর্সা না কালো চাবি
এসব না জেনে প্রশ্ন করিস, একখানা চাঁটি খাবি?
প্যারাবোলা আর ইনফিনিটির জানি আগাপাশতলা
কী সাহস তোর আমার সামনে এলেবেলে কথা বলা?
এখনো বাচ্চা রইলি, কম্পু, শিখলি না ভদ্রতা
বড়দের কাছে বলা উচিত না, এসব ক্ষুদ্র কথা!

নীল-মিনি মাথা চুলকিয়ে বলে, আমি সাতে-পাঁচে নেই
বিচ্ছু মেয়েটা তবু যে আমায় ছাড়বে না কিছুতেই
হোমটাস্কের খাতা ফেলে উঠে আসছে বারংবার
দেখে যাই যদি আর দুই দাদা করে দেন উদ্ধার!

আর দুই দাদা মেগা ও সুপার, অতি জাঁদরেল তারা
কাছে আসতেই দপদপে লাল চোখ মেলে দিল সাড়া
কে আসে, কী চাই? পৃথিবী না চাঁদ, শুক্র না মঙ্গল?
মহাশূন্যের সঙ্গে আরেক শূন্যের যোগফল?
বলল কম্পু, অত কিছু নয়, শুধু পাঁচ আর সাত
শোনামাত্রই এল উত্তর লম্বা তিনশো হাত!

আরও কড়কড়, আরও ঘড়ঘড়, এবং ঘটাং ঘট
কাগজের ঢেউ দেখে নীল-মিনি সটান স্পিকটি নট!
মেগা যত বলে সুপার দ্বিগুণ, দু'জনের রেষারেষি
বোঝা সোজা নয় দুই পালোয়ান কে যে কার চেয়ে বেশি!

এমন সময় মধুবন এল দুলিয়ে মাথার চুল
হাসতে হাসতে বলল, কম্পু, আমারই হয়েছে ভুল।
সাত আর পাঁচে যোগ নাকি গুণ সেটাই দেখিনি আগে
সব অঙ্কটা ফের শুরু হবে, বলো তো কেমন লাগে?
পাঁচ কেন পাঁচ, সাত কেন সাত? বলো দেখি তাড়াতাড়ি
তা শুনে সবাই চুপ করে গেল, যেন সকলের আড়ি
মিনি ও হলুদ, মেগা ও সুপার চক্ষু রইল বুজে
লোডশেডিং-এর ধাক্কা! মেয়েটি তক্ষুনি গেল বুঝে।

সিমলা যাত্রা

বাবামশাই সিমলা যাবেন
বেজায় হুলুস্থুলু
রাত জেগে মা বাক্স সাজান
চক্ষু ঢুলু ঢুলু।
শীতের জামা চাদর ছাতা
লিস্টি অতি বৃহৎ
মৌরি ভাজা, সুচ সুতো চাই
এবং উপনিষৎ!
খাজাঞ্চি ও গোমস্তারা
যাবেন জনা বারো
এবং রবি? মা বলেছেন
তুমিও যেতে পারো।

রবির এখন ন্যাড়া মাথা
তাই নিয়ে খুব লজ্জা
জ্যোতিদাদা পরিয়ে দিলেন
যুদ্ধে যাওয়ার সজ্জা।
জোড়াসাঁকোর পাল্কি এল
গঙ্গা নদীর ধারে
পাহাড়চূড়ায় যাবে এবার
সোজা ইস্টিমারে।

হ্যালির কমেট

হ্যালির কমেট হ্যালির কমেট এত দিনের পরে
পৃথিবীখানা দেখছ কেমন, বলো না সত্যি করে।
সেই যে তুমি এসেছিলে অনেক বছর আগে
তখন বাতাস মিষ্টি ছিল, এখন কেমন লাগে?
তখন ছিল সবুজ ধরা, এমন কেমন ধারা?
অন্য কোথায় আছে এমন? আমরা সৃষ্টিছাড়া?

দেখছ কত নতুন কিছু লম্বা লম্বা বাড়ি
বিজলি রেলের পাশ দিয়ে যায় রিক্সা, গোরুর গাড়ি
আকাশ জুড়ে বিমান রকেট করছে হাঁকাহাঁকি
অ্যাটম বোমার ধোঁয়ায় তোমার চোখ জ্বলছে নাকি?
সাহেব কমেট, সাহেব কমেট, একটা কথা বলো
এখন সবাই খারাপ এবং আগের সবাই ভালো?
এই কথাটা মানতে আমি কিছুতেই পারবো না
কালোর মধ্যে আলোও থাকে, ছাইয়ের মধ্যে সোনা।